দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JUL 2005
পৃষ্ঠা – ১০ – কলাম – ৬

পাঠকের অভিমত

ষড়যন্ত্রের কবলে দেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো

এ, বি, এম, এ, হাই সিদ্দিকী

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় বিরাট, রঙীন ও আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেশের কিন্ডারগার্টেনগুলোর (বাংলা মিডিয়াম) মালিকগণকে যৌথভাবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপনের জন্য অত্যন্ত লোভনীয় অথচ প্রতারণামূলক ও ক্ষতিকর প্রস্তাব দিচ্ছে সিজিইডি-বাংলাদেশ নামের একটি এনজিও-কাম-ব্যবসায়ী সংস্থা। তারা লিখিত ও মৌখিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, ঢাকা শহরের ৯০টি ওয়ার্ডে তারা একটি করে কিন্ডারগার্টেনকে অধিগ্রহণ করবে (প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য)। তারা জয়েন্ট ভেঞ্চার বা ফ্রানসাইজ চুক্তির অধীনে কোন স্কুলের সাথে কাজ করবে না। কারণ তারা প্রস্তাবিত প্রতিটি কীটজোন স্কুলের জন্য নিজেরা কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা বিনিয়োগ করবে। তাদের সদস্য হলে ও চুক্তি করলে প্রতি মাসে উক্ত স্কুলের প্রিন্সিপালকে ৬ হাজার ও প্রত্যেক শিক্ষককে ৪,৮৫০ টাকা বেতনেরও অফার তারা দিচ্ছে। তারা প্রতিটি স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে ২০ লাখ টাকা খরচের লোভনীয়, অগ্রহণযোগ্য ও প্রতারণামূলক প্রস্তাব দিচ্ছে। অধিগ্রহণকৃত স্কুলের ছাত্রদের জন্য মাইক্রোবাসের সুবিধা দেবে (তেল খরচ স্কুলের)। প্রত্যেক প্রিন্সিপাল ও শিক্ষককে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ করে তারা ব্রিটিশ কাউন্সিল, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলাম্বিকার মত নামী ও দামী প্রতিষ্ঠানে ১৪ মাসের প্রশিক্ষণ দেবে। তবে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উক্ত দেড় লাখ টাকা অগ্রীম নেবে না, তাদের মাসিক বেতন থেকে কর্তন (৫০%) করবে। তারা ৩০ কোটি টাকার এই স্কুল অধিগ্রহণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের এই প্রকল্পে বিদেশী দাতা সংস্থা ছাড়াও দেশের বেসরকারী (দেশী-বিদেশী) কয়েকটি ব্যাংক অর্থায়ণ করবে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে। এসব লোভনীয়, আকর্ষণীয়, লাভজনক, অগ্রহণযোগ্য ও প্রতারণামূলক প্রস্তাব দিয়ে তারা প্রত্যেক কিন্ডারগার্টেন মালিককে চিঠি দিচ্ছে এবং সরাসরি লোক পাঠিয়ে সাক্ষাৎ ও প্রস্তাব গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধও করছে। এটা সুনিশ্চিত যে, সিজিইডি শুধু বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোরই সর্বনাশ করবে না, একই সাথে দেশের সুপরিচিত, নামকরা ও প্রতিষ্ঠিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোরও অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত করবে।

তাদের চিঠি ও লোক মারফত অনুরোধ পাবার পরে বিষয়টি বিস্তারিত জানার জন্য আমি ১/১, শুক্রাবাদ, ঢাকা অফিসে গিয়ে প্রোগ্রাম অফিসার মিস সঙ্গীতার সাথে আলাপ করে যা জানা গেছে তা হচ্ছে (ক) তাদের লিখিত চিঠিতে যেসব শর্ত ও সুবিধাবলী উল্লেখ আছে স্কুলগুলোকে তা অবশ্যই পালন করতে হবে, (খ) ৮৫০ টাকা দিয়ে নাম লেখাতে হবে, (গ) আগামী জুলাই '০৫ মাসে তারা স্কুলগুলোর সাথে একটি লিখিত (ষ্ট্যাম্পে) চুক্তি করবে ও (ঘ) জানুয়ারী '০৬ থেকে স্কুলগুলো চালু হবে। তাদের কথায় আরো মনে হয়েছে যে, যেসব স্কুল মালিক বিষয়টির ব্যাপারে যত বেশী আপত্তি তুলছে তাদেরকে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে।

একটি এনজিও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেশের এসব প্রাইভেট স্কুলগুলোকে অধিগ্রহণ করতে পারে কিনা? প্রশ্ন করা হলে জানানো হয় যে, তারা স্কুলগুলো অধিগ্রহণ করেই তা দেখিয়ে দেবেন। অনেক অনুরোধের পরও তারা খসড়া চুক্তিপত্র দেখাতে পারেনি। আশ্চর্যের বিষয়, ২৫০ জন ড., প্রফেসর ও আমলার পরামর্শে তৈরী ৩০ কোটি টাকার প্রজেক্টের সদস্যদের ভর্তি ফর্ম ও খসড়া চুক্তিপত্র নেই। অযৌক্তিক, অবৈধ ও প্রতারণামূলক প্রকল্পের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সিজিইডি ইতিপূর্বে (এপ্রিল '০৫) আরো একটি এমন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিল। তাদের ঐ প্রকল্প ছিল কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে তাদের ব্যবসায়ী পার্টনার ও সেন্টার করে স্কুলগুলোর সর্বনাশ করা।

সিজিইডি'র লিখিত চিঠি, প্রেরিত লোক ও প্রোগ্রাম অফিসার ও ডাইরেক্টরের বক্তব্যে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রস্তাবগুলো মোটেই গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর ও সহযোগিতামূলক নয়। উপরন্তু এটি দেশের কিন্ডারগার্টেনগুলোর বিরুদ্ধে সুগভীর ও সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, প্রকাশ্য প্রতারণা ও চরম ক্ষতিকর। অতিসত্বর এ ব্যাপারে তাদের নীতিমালায় কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দিলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তারা তা সংশোধন করবেন না। উপরন্তু হুমকি দেন যে, বেশী বাড়াবাড়ি ভালো হবে না।

তাদের অফিসে গিয়ে দেখলাম যে, বিজ্ঞাপন, চিঠি ও লোক পাঠানোর ফলে প্রতিদিন অনেক স্কুল মালিক উক্ত অফিসে আসছেন। মাসে কয়েক হাজার টাকার সুনিশ্চিত আয়, অধিক ব্যবসা ও লাখ লাখ টাকার সহযোগিতার ঘোষণায় অনেক স্কুল মালিক ৮৫০ টাকা দিয়ে নাম লেখাচ্ছেন। দুঃখ ও ঘৃণার সাথে লক্ষ্য করলাম যে, ইতিমধ্যে অনেক লোভী স্কুল মালিক না জেনে ও না বুঝে এবং কিছু অতিরিক্ত সুবিধার লোভে শুধু নিজেরাই নাম লেখাচ্ছেন না, প্রকাশ্যে এনজিওটির পক্ষে দালালীও করছেন।

অতিসত্বর সিজিইডি'র বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের সংশোধনী চেয়ে আমি একটি চিঠি লিখে ও নিজে গিয়ে তাদের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর জনাব রহমান ও প্রোগ্রাম অফিসার সঙ্গীতাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা এ পত্র পেয়ে অসৌজন্য, অভদ্রতা ও খারাপ আচরণ করে। তারা এমনও হুমকি দেন যে, তাদের কাজে কোন প্রকার অসুবিধা করলে ও বাধা দিলে মারাত্মক বিপদে পড়তে পারি। এমতাবস্থায় আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কিন্ডারগার্টেন নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে বিনীত অনুরোধ করবো উক্ত সিজিইডি'র দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিন্ডারগার্টেন স্কুল অধিগ্রহণ করা ও ধ্বংস করার চক্রান্ত বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত ও উপকৃত করবেন।

□ লেখক : অর্থ ও পরিকল্পনা সচিব, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন